ইসলামিক বিষয়ক মন্ত্রণালয়,
মালে, মালদ্বীপ প্রজাতন্ত্র।

১৭ই রজব ১৪৪৬ (১৭ই জানুয়ারী ২০২৫) শুক্রবারের খুতবা

অন্যায়ভাবে সম্পদ ভোগ করা

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَتْبَاعِهِ وَعَلَى كُلِّ مَنِ اهْتَدَى بِهَدْيِهِ وَاسْتَنَّ بِسُنَّتِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ.

أَمَّا بَعْدُ: فَاتَّقُوا اللهَ عِبَادَ اللهِ! فَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَٱتَّقُواْ يَوۡمٗا لَّا تَجۡزِي نَفۡسٌ عَن نَّفۡسٖ شَيۡـٔٗا وَلَا يُقۡبَلُ مِنۡهَا شَفَٰعَةٞ وَلَا يُؤۡخَذُ مِنۡهَا عَدۡلٞ وَلَا هُمۡ يُنصَرُونَ﴾[1]

প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি গৌরব, মহিমা ও ক্ষমতার মালিক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রাসূল। হে আমাদের স্রষ্টা ও প্রতিপালক! মহান নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উপর শান্তি ও বরকত বর্ষণ করুন! এবং তাঁর পরিবার, তাঁর সাহাবী এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর অনুসরণকারী সকলের উপর শান্তি ও বরকত অন্তর্ভুক্ত করুন! আমিন!

হে আল্লাহর বান্দাগণ! সর্বশক্তিমান আল্লাহকে ভয় করুন। তিনি নাযিল করেছেন: আর তোমরা সে দিনের তাকওয়া অবলম্বন করো যেদিন কেউ কার কোনো কাজে আসবে না [১]। আর কারও সুপারিশ গ্রহণ করা হবে না [২] এবং কারো কাছ থেকে বিনিময় গৃহীত হবে না। আর তারা সাহায্যও প্রাপ্ত হবে না [৩]।”[2]

---

1 البقرة : 48

2 البقرة : 48

MINISTRY OF ISLAMIC AFFAIRS * REP OF MALDIVES *

হে আল্লাহর বান্দারা! সম্পদ হলো সর্বশক্তিমান আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর বান্দাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ নেয়ামত। এটি এমন একটি মাধ্যম যার মাধ্যমে ঈশ্বর তাঁর বান্দাদের পরীক্ষা করেন।

সম্পদ হলো দ্বিধারী তলোয়ার। এটি নির্মাণ বা ধ্বংসের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। যদি একজন ব্যক্তি বৈধভাবে সম্পদ অর্জন করে, বুদ্ধিমানের সাথে ব্যয় করে এবং সঠিকভাবে বিনিয়োগ করে, তাহলে তা তাকে সুখ এনে দেবে।

সম্পদ মানব জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং এর প্রতি অত্যন্ত যত্নবান হওয়া উচিত। অন্যথায়, কেউ সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হতে পারে। তাই, মহানবী (সা.) সম্পদের পরীক্ষা এড়িয়ে চলার পরামর্শ দিয়েছেন। মহানবী (সা.) বলেছেন:

(إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً وَفِتْنَةُ أُمَّتِي فِي الْمَالِ)[3]

" প্রত্যেক উম্মাতের জন্য কোন না কোন ফিতনা রয়েছে। আর আমার উন্মাতের ফিতনা হলো ধন-সম্পদ।"

হে মুসলিম ভাইয়েরা! ইসলামে সম্পদ অর্জন এবং ব্যয় করার জন্য একটি শক্তিশালী ব্যবস্থা রয়েছে। অতএব, অন্যের সম্পত্তি দখল করা নিষিদ্ধ। এই ধর্ম আত্মসাৎ, ডাকাতি, চুরি, জালিয়াতি, ঘুষ, সুদ এবং জুয়ার মাধ্যমে সম্পদ অর্জন নিষিদ্ধ করে। সরকারী ও রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি থেকে সম্পদ অর্জনের জন্য প্রভাব ও ক্ষমতা ব্যবহার করাও নিষিদ্ধ। আল্লাহ তাআলা নাযিল করেছেন:

﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ ۚ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾[4]

“আর কোন নবী ‘গলুল’ (অন্যায়ভাবে কোন বস্তু গোপন) করবে, এটা অসম্ভব। এবং কেউ অন্যায়ভাবে কিছু গোপন করলে, যা সে অন্যায়ভাবে গোপন করবে কেয়ামতের দিন সে তা সাথে নিয়ে আসবে। তারপর প্রত্যেককে, যা সে অর্জন করেছে তা পূর্ণ মাত্রায় দেয়া হবে। তাদের প্রতি কোন যুলুম করা হবে না।”

---

3 رواه الترمذي (2336) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب.

4 سورة آل عمران: 161

অধিকন্তু, আল্লাহ তাআলা নাযিল করেছেন:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوٓاْ أَمَٰنَٰتِكُمۡ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ﴾[5]

“হে ঈমানদারগণ! জেনে-বুঝে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের খেয়ানত করো না এবং তোমাদের পরস্পরের আমানতেরও খেয়ানত করো না। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন:

(إِنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُوْنَ فِيْ مَالِ اللهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)[6]

" যে, কিছু লোক আল্লাহর দেয়া সম্পদ অন্যায়ভাবে ব্যয় করে, কিয়ামতের দিন তাদের জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত।’".

হে মুসলিম ভাইয়েরা! কোষাধ্যক্ষের উপর অর্পিত তহবিলের অবৈধ ব্যবহার রাষ্ট্রীয় সম্পত্তির অপব্যবহার, যা নিষিদ্ধ। এই কাজটি আমানতের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা, সেইসাথে এক ধরণের প্রতারণা এবং ছলনা। আদি ইবনে আমিরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: একদিন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়ে বললেন:

(مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ، فَكَتَمَنَا مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ، كَانَ غُلُوْلًا يَأْتِيْ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)[7]

" আমরা তোমাদের মধ্যে যাকে আদায়কারী নিযুক্ত করি, আর সে একটি সূচ পরিমাণ বা তার চাইতেও কম মাল আমাদের কাছে গোপন করে, তাই আত্মসাৎ বলে গণ্য হবে এবং তা নিয়েই কিয়ামতের দিন সে উপস্থিত হবে।".

হে মুসলিম ভাইয়েরা! অবৈধভাবে সম্পদ ভোগের অর্থ হলো সঠিকভাবে কাজ না করা এবং কাজের সময় সময় নষ্ট করা। পরিশ্রমের সাথে কাজ করা একজন বান্দার ঈমানের পরিপূর্ণতার লক্ষণ। একজন প্রকৃত মুমিন অফিসে গিয়ে তার দায়িত্বের সাথে

---

5 سورة الأنفال: 27

6 رواه البخاري (3118)

7 رواه مسلم (١٨٣٣)

সম্পর্কিত কোনও কাজে লিপ্ত হবে না। যে ব্যক্তি জানে যে আল্লাহ তার কাজ দেখছেন, সে তার তত্ত্বাবধায়ক উপস্থিত থাকুক বা না থাকুক, সমানভাবে ভালোভাবে সম্পাদন করার চেষ্টা করবে। আল্লাহ তাআলা নাযিল করেছেন

﴿وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَآ أَصْغَرَ مِن ذَٰلِكَ وَلَآ أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَٰبٍ مُّبِينٍ﴾[8]

"আর আপনি যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন এবং আপনি সে সম্পর্কে কুরআন থেকে যা-ই তিলাওয়াত করেন এবং তোমরা যে আমলই কর না কেন, আমরা তোমাদের সাক্ষী থাকি, যখন তোমরা তাতে প্রবৃত্ত হও। আর আসমানসমূহ ও যমীনের অণু পরিমাণও আপনার রবের দৃষ্টির বাইরে নয় এবং তার চেয়ে ক্ষুদ্রতর বা বৃহত্তর কিছুই নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই।"

হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদেরকে বৈধভাবে সম্পদ অর্জনকারী এবং বৈধভাবে ব্যয়কারী বানাও।

بَارَكَ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ، وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ. أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيْمَ الْجَلِيْلَ لِيْ وَلَكُمْ، وَلِجَمِيْعِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُوْهُ، إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

****

8 يونس: 61

দ্বিতীয় খুতবা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ، وَأُصَلِّيْ وَأُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّنَا وَحَبِيْبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ.

أَمَّا بَعْدُ: فَيَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُوْنَ! اِتَّقُوْا اللهَ حَقَّ التَّقْوَى! قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ﴾[9]

সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা আল্লাহর জন্য। তিনি যাকে ইচ্ছা অপরিমিত রিযিক দান করেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ তাঁর বান্দা ও রাসূল।

হে আমাদের স্রষ্টা ও প্রতিপালক! তাঁর উপর সালাম, শান্তি ও বরকত বর্ষণ করুন! এবং এই সালামের মধ্যে তাঁর পরিবার, তাঁর সাথী এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর অনুসরণকারীদের সকলের উপর শান্তি ও বরকত বর্ষণ করুন! আমিন!

হে আল্লাহর বান্দাগণ! সর্বশক্তিমান আল্লাহকে ভয় করুন, যেমনটি তাঁর দ্বারা অবতীর্ণ একটি আয়াতের অর্থে বলা হয়েছে: "আর তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং জেনে রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ সব কিছু সম্পর্কে সর্বজ্ঞ।"[10]

হে মুসলিম ভাইয়েরা! রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি আত্মসাৎ করার মধ্যে রয়েছে ঘুষ, যা একটি গুরুতর ব্যাধি। এটি এমন একটি মহামারী যা সততাকে কলুষিত করে, সত্যকে মিথ্যায় এবং মিথ্যাকে সত্যে রূপান্তরিত করে। ঘুষ একটি ধারালো অস্ত্র হিসেবে কাজ করে যা ব্যক্তিদের ফাঁদে ফেলে এবং অন্যায়ের দিকে পরিচালিত করে। উপহার, চা, বা অন্য যেকোনো নামকে ঘুষ হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। এমনকি যদি কেউ এই পৃথিবীতে শাস্তি থেকে বেঁচে যায়, তবুও তাকে অবশ্যই পরকালে পরিণতি ভোগ করতে হবে।

---

9 سورة البقرة: 231

10 سورة البقرة: 231

MINISTRY OF ISLAMIC AFFAIRS REP. OF MALDIVES

হে মুসলিম ভাইয়েরা! আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর রাসূলের উপর দরুদ, বরকত এবং শান্তি প্রেরণের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি নাযিল করেছেন:

﴿إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيۡهِ وَسَلِّمُواْ تَسۡلِيمًا﴾ [11]

“নিশ্চয় আল্লাহ নবীর প্রশংসা করেন এবং তার ফেরেশতাগণ নবীর জন্য দোআ-ইসতেগফার করেন। হে ঈমানদারগণ! তোমরাও নবীর উপর সালাত পাঠ কর এবং তাকে যথাযথ ভাবে সালাম জানাও।”

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ. اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ. وَارْضَ اللّٰهُمَّ عَنِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ. أَبِيْ بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَعَلِيٍّ، وَعَنْ سَائِرِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ أَجْمَعِيْنَ. وَعَنَّا مَعَهُمْ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ. آمِيْنَ!

হে আমাদের স্রষ্টা ও প্রতিপালক! আমাদের এবং আমাদের সমাজকে অন্যায়ভাবে সম্পদ ভোগ, আত্মসাৎ এবং ঘুষের অভিশাপ থেকে রক্ষা করুন এবং পবিত্র করুন। আমাদের থেকে সমস্ত রোগ ও অসুস্থতা দূর করুন! অসুস্থদের আরোগ্য করুন এবং আমাদের স্বাস্থ্য ও সুস্থতা দান করুন। বিশেষ চাহিদাসম্পন্নদের উপর আল্লাহ মঙ্গল দান করুন এবং তাদের পরিবার এবং যত্নশীলদের ধৈর্য ও প্রতিদান দান করুন।

হে আমাদের স্রষ্টা ও প্রতিপালক! আমাদের দেশকে সমৃদ্ধ করুন, মৎস্য ও কৃষিতে সফল করুন, এবং আমাদের প্রাচুর্য বৃদ্ধি করুন! জাতির অর্থনৈতিক ক্ষেত্রগুলিকে শক্তিশালী করুন এবং সমৃদ্ধি দান করুন। যারা বৈধভাবে তাদের জীবিকা অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন তাদের প্রচেষ্টায় বরকত দিন! ঋণগ্রস্তদের ঋণ মওকুফ করুন এবং তাদের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করুন।

---

11 سورة الأحزاب: 56

হে আমাদের স্রষ্টা ও প্রতিপালক! ইসলাম ও দুনিয়ার বিষয়গুলিকে সংস্কারের দিকে পরিচালিত করার জন্য আপনি যে নেতাদের মনোনীত করেছেন তাদের হেদায়েত, বিজয় এবং শক্তি দান করুন। আমাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ দান করুন এবং জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন। সকল মুমিন ও মুসলিমদের ক্ষমা করুন এবং তাদের প্রতি রহম করুন! আমাদের মধ্যে জীবিত ও মৃত উভয়ের পাপ ক্ষমা করুন এবং আমাদের প্রতি রহম করুন। আমিন!

اَللّٰهُمَّ انْصُرْ إِخْوَانَنَا الْمُسْلِمِيْنَ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ فِيْ غَزَّةَ وَفِيْ كُلِّ مَكَانٍ. اَللّٰهُمَّ انْصُرْ إِخْوَانَنَا الْمُجَاهِدِيْنَ فِيْ سَبِيْلِكَ فِيْ فِلَسْطِيْنَ وَفِيْ كُلِّ مَكَانٍ. اَللّٰهُمَّ وَحِّدْ صُفُوْفَهُمْ، وَسَدِّدْ رَمْيَهُمْ، وَاجْبُرْ كَسْرَهُمْ، وَاشْفِ مَرْضَاهُمْ، وَتَقَبَّلْ شُهَدَاءَهُمْ، وَانْصُرْهُمْ عَلَى عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِمْ. اَللّٰهُمَّ عَلَيْكَ بِالْيَهُوْدِ الْغَاصِبِيْنَ. اَللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ، وَمُجْرِيَ السَّحَابِ، وَهَازِمَ الْأَحْزَابِ، اِهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ، وَانْصُرْ إِخْوَانَنَا عَلَيْهِمْ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ.

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ، اَلْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ، إِنَّكَ سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ مُجِيْبُ الدَّعَوَاتِ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ. ﴿رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِى ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ﴾[12] ﴿وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ ۖ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ﴾[13]

ইসলামিক বিষয়ক মন্ত্রণালয়

12 سورة البقرة: 201

13 سورة العنكبوت: 45